Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 59
July-September, 2019

স্থান কাল পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন একটি পর্যালোচনা

Change of Fatwa Geared by Time, Place and Necessity Anlaysis of Fundamental Principles

Nazid Salman*

ABSTRACT

Research in Shariah inevitably requires scholars to revisit the earlier fatwa (juristic opinion) to assess its viability in the contemporary era. Because adherence to the past fatwa without appreicating its context and the current panorama of time, society and necessity will lead to the stagnation of Islamic Law. On the other hand, mere change of time, place and situation may not affect the status of past fatwa due to its generic landscape. Failure to comprehend the fine line existing between the aforesaid two threads germinates two distinct streams. One group blindly imitiates the earlier juristic decisions and eventually orchestrates anarchy in the name of compliance to the Shariah. Other group, advancing the plea of changing situation, advocates for reform of Sharia and increases the unnecessary tensions. To strike a delicate balance between these two factions this article has attempted to critically analyze the concept of fatwa, principles of fatwa, rules regarding modification of fatwa due to the alteration of time, place and situation.

Keywords: fatwa, ijtihad, shariah, change of time, public welfare.

সারসংক্ষেপ

ইসলামী শরীআহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে এর বিদ্যমান বিধানে পরিবর্তনের অবকাশ। এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে ভুলভ্রান্তি একদিকে সত্যচ্যুত হওয়ার কারণ হতে পারে, অন্যদিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় স্থবিরতা ও বন্ধ্যত্বও দেখা দিতে পারে। আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়, কেউ কেউ পুরোনো ফাতওয়াকে সম্বল করে কোনো মাসআলাকে জটিল করে দিচ্ছেন, অপরদিকে কেউ কেউ সংস্কারের নামে লোকদেরকে দীন থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। এরূপ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যে যেসব গবেষক মধ্যমপন্থার অনুসন্ধান করেন তাদের জন্য এমনকিছু মূলনীতি আলোচনা করা আবশ্যক, যেগুলো মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দেবে। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ফাতওয়ার পরিচিতি, শরয়ী বিধানের প্রকারভেদ ও যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন, সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়া পরিবর্তিত হওয়ার বৈধতা প্রদানকারী উপাদানসমূহ, পরিবর্তিত ফাতওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ: ফাতওয়া, ইজতিহাদ, শরীআহ, স্থান-কাল ও চাহিদার পরিবর্তন, বিধান-পরিবর্তন (تغير الأحكام)।

* Teacher, Jamia Islamia Lalmatia Madrasah, Mohammadpur, Dhaka, email: shobujbangla091@gmail.com

ভূমিকা

মহান আল্লাহ ইসলামী শরীআহকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান আখ্যা দিয়েছেন। কোন কিছু পূর্ণ হওয়ার একটি অর্থ হলো, তা সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয়। মৌলিকভাবে ইসলামের শিক্ষা হলো পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (Al-Qurān, 5:3)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

আমাদের এই দীনের বিষয়ে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা পরিত্যাজ্য হবে (Muslim 2006, 821, 1718)।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

أُصولُ السُنة عندنا التمَسُك بما كانَ عليهِ أصحابُ رسول الله- صلى الله عليهِ وسلم- والإقتداء بهم وترك البدع

আমাদের কাছে সুন্নাহর মূলনীতি হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণ যে-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা আঁকড়ে ধরা এবং তাঁদের অনুসরণে পরিচালিত হওয়া এবং বিদআত পরিত্যাগ করা (Aḥmad 1411H, 1)।

ইমাম শাতিবী রহ. শরীআহর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، و لا تقييدا لإطلاقها، و لا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، و لا بحسب خصوص بعضهم، و لا بحسب زمان دون زمان، و لا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، و ما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا أبدا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زوال لها و لا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك.

শরীআতের বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব; বিলোপ নয়। এ কারণে শরীআত পূর্ণতা পাওয়ার পর তাতে কোনো বিধান রহিতকরণ, ব্যাপকতাকে সীমিতকরণ, শর্তহীন বিষয়কে শর্তযুক্তকরণ বা কোনো বিধানের অপসারণ ইত্যাদি কোন কিছু দেখবে না; না শরীআহ পালনে বাধ্য সর্বসাধারণের বিবেচনায়, আর না ব্যক্তি বিশেষের বিবেচনায়, না যুগের পরিবর্তনের বিবেচনায়, আর না অবস্থার পরিবর্তনের বিবেচনায়। বরং শরীআহ যাকে কার্যকারণ সাব্যস্ত করেছে তা সর্বদা কার্যকারণই থাকবে, কখনো রহিত হবে না এবং যা শর্ত ছিলো তা সর্বদা শর্তই থাকবে। যে-বিধান ওয়াজিব ছিল তা সর্বদাই ওয়াজিব এবং যা মুস্তাহাব ছিল তা সর্বদাই মুস্তাহাব। সকল বিধানের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এগুলো না রহিত হবে, না তাতে পরিবর্তন হবে। যদি শরীআহ এর কার্যকারিতার মেয়াদ অনন্তকাল ব্যাপী হয়; তবে এর বিধানগুলোও অনুরূপ অনন্তকাল ধরে কার্যকর থাকবে (Al-Shatibī 2004, 4/78-79)।

এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয়, দীনি বিধানের মৌলিক অবস্থা হলো, তা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা ও পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্থান-কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে ফাতওয়া ও বিধানের পরিবর্তন অনুমোদিত; এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা আবশ্যিক বিষয়। বরং এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে কোন ধরনের ভুল হলে তা একদিকে সত্যচ্যুত হওয়ার কারণ হতে পারে, অপরদিকে তা হতে পারে দীনের ক্ষেত্রে স্থবিরতা ও বন্ধ্যত্বের কারণ। এসব দিক বিবেচনা করে আলিমগণ যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ফাতওয়ার পরিবর্তনের বিষয়ে কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন।

ফাতওয়া

ফাতওয়া বা ফতোয়া শব্দটি أفتى ক্রিয়াপদ থেকে গঠিত ক্রিয়া-বিশেষ্য (verbal noun)। বলা হয়, أفتى অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সে তাকে ফাতওয়া দিলো; এর অর্থ হলো বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট করলো (Ibn Manẓur 2003, 11/128)। এ ক্রিয়ার মূল শব্দ হলো فتى, যার অর্থ নৌজোয়ান, যে যৌবন লাভ করে শক্ত ও সামর্থ্যবান

হয়েছে। সুতরাং أفتى শব্দের অর্থ হলো, অস্পষ্ট বিষয়টিকে আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছে, ফলে সে আলোচনা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হয়েছে (Ibid)। এর পারিভাষিক অর্থ দীন ও শরীয়তের বিষয়ের সঙ্গে সীমিত, যদিও আভিধানিক অর্থে শব্দটি ব্যাপকার্থক।

উসূলবিদ কারাফী রহ, বলেন, ফাতওয়া হলো-

إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো বিধান আবশ্যক বা বৈধ হওয়ার সংবাদ প্রদান (Al-Qarafī ND, 4/53)।

'আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকাতী রহ. বলেন,

هو الحكم الشرعي يعني ما أفتى به العالم، وهي اسم من أفتى العالم إذا بيَّن الحكم.

ফাতওয়া হলো শরয়ী বিধান, অর্থাৎ শরীয়া সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেম যে ফাতওয়া প্রদান করেন। ফাতওয়া শব্দটি أفتى العالمُ থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো, আলেম ফাতওয়া প্রদান করলেন, অর্থাৎ শরীয়ার বিধানটি স্পষ্ট করলেন (Al-Barakatī 2003, 126)।

ইবনে তাজুল আরিফীন আল-মুনাবী বলেন, الإفتاء بيان حكم الواقع المسؤول عنه ইফতা হলো জিজ্ঞাসিত ঘটনা সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা (Al-Munāwī 1990, 75)।

সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন

ফিকহের সাধারণ নীতি এই যে, সময়ের পরিবর্তন ফাতওয়া পরিবর্তনের কারণ হতে পারে না। কেননা, ইসলামী শরীয়তের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট হলো, এর বিধানগুলো অপরিবর্তনীয়। এ কারণেই এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, কোনো মুফতী তার ফাতওয়ার পরিবর্তনকে শুধুমাত্র কালের পরিবর্তনের অজুহাতে বৈধ সাব্যস্ত করবেন, যতক্ষণ না এর সঙ্গে অন্য এমন কোন কারণ যুক্ত হয়, যা ফাতওয়ার পরিবর্তনকে অনুমোদন করে। মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-র ৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে- সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়ায় পরিবর্তন অগ্রহণযোগ্য নয় (Ḥaidar 2003, 1/47)।

ইমাম ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. মনে করেন, ফাতওয়ার পরিবর্তনকে অস্বীকার করা ভ্রষ্টতা। তিনি বলেন,

من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم و عوائدهم و أزمنتهم و أمكنتهم و أحوالهم و قرائن أحوالهم فقد ضل و أضل.

যে ব্যক্তি লোকদের প্রচলন, রীতিনীতি, স্থান, কাল, অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন সত্ত্বেও কেবল ফিকহের কিতাবে বর্ণিত মত অনুসারে তাদের ফাতওয়া দিলো সে নিজেও পথভ্রষ্ট হলো এবং তাদেরও পথভ্রষ্ট করলো (Al-Jawziyyah 1991, 3/66)।

অনুরূপ ইমাম কারাফী রহ. এসব বিষয় যে বিবেচনা করে না তার ভ্রষ্টতার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> و على هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، و مهما سقط أسقطه، و لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك و المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
>
> কালপরম্পরায় ফাতওয়াগুলো এ নীতি অনুসারেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সুতরাং প্রচলিত রীতিতে যত নতুনত্ব আসবে তাকে তুমি বিবেচনা কর। আর প্রচলিত রীতির কারণে পূর্বের যা বাদ পড়বে তার বিবেচনা বাদ দাও। জীবনভর কিতাবের লেখার উপর আটকে থাকবে না। বরং তোমার অঞ্চলের বাইরে থেকে যদি কেউ তোমার কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে আসে তুমি তার ওপর তোমার অঞ্চলের প্রচলিত রীতি চাপিয়ে দিয়ো না। তাকে তার অঞ্চলের প্রচলন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এবং সে অনুযায়ী তাকে নির্দেশনা দাও , যদিও তা তোমার অঞ্চলের প্রচলন ও কিতাবে উল্লেখিত মতের বিপরীত হয়। এটিই সুস্পষ্ট নীতি। সর্বদা কিতাবের বর্ণনার উপর অটল থাকা দীনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া এবং পূর্বসূরি মুসলিম মনীষীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্ম দেয়। (Al-Qarafī ND, 1/176-177)।

সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়া পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দলীল সাহাবায়ে কেরামের প্রায়োগিক ঘটনাসমূহ। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেসব বিধানের উপর কালের প্রভাব রয়েছে এমন কিছু কিছু ইজতিহাদ পরিবর্তন করেছেন কাল পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে। যেমন-

১. المؤلفة قلوبهم (মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম) অর্থাৎ যাদের মনোতুষ্টির জন্য যাকাত দেয়া হতো তাদেরকে উমর রা. কর্তৃক যাকাত প্রদান না করা (Al-Tabarī ND, 14/315)।

২. উসমান রা. এর শাসনামলে হারিয়ে যাওয়া উট কুড়িয়ে নেওয়ার বিধান (Mālik ND,)।

৩. উমর ও আলী রা. কর্তৃক কারিগরের উপর জরিমানা ধার্যকরণ (Ibn Abī Shaibah 1409H, 4/360)।

সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তনকে মূল বিধানের পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এ বিষয়ে মুসতাফা যারকা রহ. বলেছেন, সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণ অনেক বিষয়ে এমন ফাতওয়া দিয়েছেন, যা মাযহাবের মূল ইমাম এবং প্রথম সারির ফকীহগণের ফাতওয়ার ব্যতিক্রম। পরবর্তীকালের ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পূর্ববর্তী ইমামগণের বিপরীতে তাদের ফাতওয়া ভিন্ন হওয়ার

কারণ হলো, কালের পরিবর্তন এবং মানুষের স্বভাব ও রীতির পরিবর্তন। সুতরাং প্রকৃত বিচারে তাঁরা মাযহাবের বিগত ইমামগণের বিরোধিতা করেননি। বরং যদি পরবর্তীদের সময়ে পূর্ববর্তী ইমামগণ উপস্থিত থাকতেন এবং মানুষের স্বভাব ও রীতির পরিবর্তন দেখতেন তাহলে তারাও এমন ফাতওয়াই প্রদান করতেন (Al-Zarqā 2005, 941)।"

শরয়ী বিধানের প্রকারভেদ ও যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন

পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিবেচনায় শরয়ী বিধান দুপ্রকার:

১. এমন শরয়ী বিধান, যা শরীআহর নস বা সুস্পষ্ট বক্তব্য অথবা ইজমা (সর্বসম্মত মত) দ্বারা সাব্যস্ত। সময় ও স্থান যতই পরিবর্তন হোক না কেন এসব বিধানে পরিবর্তন অসম্ভব। কেননা, এক্ষেত্রে বিধান পরিবর্তনের অর্থ হবে, রাসূলুল্লাহ স. এর ইন্তিকালের পর দীনের বিধান রহিতকরণ, যা সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য (Al-Zarkashī 1994, 5/284)।

ইমাম ইবনে আতিয়্যা বলেন, যেসব বিষয় রহিত হওয়া দরকার ছিল সেসব বিষয় রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেই রহিত হয়ে গেছে। তাঁর ইন্তিকালের মাধ্যমে শরয়ী বিধান স্থিরতা লাভ করার পর বর্তমানে কানো বিধান রহিত করার সুযোগ নেই, এ বিষয়ে সকলেই একমত (Ibn Atiyyah 2007, 1/312)।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিধান রহিত করার কোনো সুযোগ নেই (Al-Gazālī 1997, 2/105)।

এ কারণে যে বিধান শরয়ী দলীলের আলোকে রহিত হয়নি তা রহিত হওয়ার দাবি করা ভুল, যেমন দাস প্রথা রহিত করা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ দাবির পক্ষে কোনো শরয়ী দলীল নেই। তবে রহিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বিষয়টির প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে। কেননা, যুদ্ধরত কাফিরকে গোলাম বানানো একটি মুবাহ বিষয়; ওয়াজিব বা আবশ্যিক নয়। মুবাহ বিষয় অকার্যকর করা যায়। বরং কখনো কখনো অকার্যকর করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যদি এর দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। কিন্তু রহিত হয়ে যাওয়ার অর্থ এর বৈধতা শেষ হয়ে যাওয়া।

২. এমন শরয়ী বিধান, যা ইজতিহাদ (বিজ্ঞ ইমামের গবেষণা) দ্বারা প্রমাণিত। এমন বিধান পরিবর্তনে কোনো সমস্যা নেই। এই পরিবর্তন আবার দুই প্রকার হতে পারে:

প্রথম প্রকার: ইজতিহাদী পরিবর্তন, এটিকে প্রথম মতের রহিতকরণ বা প্রত্যাহার ধরা হয় না। কেননা, এক ইজতিহাদ অন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিত হয় না (Al-Suyūtī ND, 101)। কখনো কখনো দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কিছু দলীল প্রকাশ পাওয়ার কারণে ফকীহ-এর কাছে কোনো একটি মত দুর্বল মনে হতে থাকে, যে-দলীলগুলো তার জানা ছিলো না। অথবা অন্য ফকীহ বা তিনি নিজে যেসব দলীল

গ্রহণ করতেন তার মধ্যকার কিছু দলীলের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার কারণেও কোনো মত দুর্বল মনে হতে পারে। ফলে তিনি পূর্বের মত থেকে ফিরে আসেন। তথাপি একে প্রথম মত থেকে প্রত্যাহার ধরা যায় না। বরং এতটুকু বলা যায় যে, প্রথম মতটি ছিলো সুস্পষ্ট সহীহ দলীলের বিপরীত। এর বাইরে উভয় মতই ইজতিহাদের আওতাভুক্ত, যদিও একটির তুলনায় অপরটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি- এমন ধারণা ভুল যে, একটি মতের দলীলকে দুর্বল সাব্যস্ত করার অর্থ হলো- এ মতটিকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে:

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীল দুর্বল ও শক্তিশালী হওয়া একটি আপেক্ষিক বিষয়। সে অবস্থায় আলোচ্য মাসআলার অবস্থান হলো- এটি একটি ইজতিহাদী মাসআলা।

২. ফকীহ কখনো কখনো নির্দিষ্ট কোনো কারণে দুর্বল দলীল গ্রহণ করাকে উপযুক্ত মনে করেন। যেমন ইমাম আহমদ রহ.। তিনি হাদীস ও 'ইলাল (হাদীস দলীলযোগ্য না হওয়ার সূক্ষ্ম কারণ) শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও কখনো কখনো সর্বসম্মত দুর্বল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার ঘাটতি নয়। বরং দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের পক্ষে তাঁর নিজস্ব মত রয়েছে। ইমাম আহমদ রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "সকল মানুষ সমপর্যায়ের; তবে কাপড় বুননকারী ও রক্ত মোক্ষণকারী ব্যক্তি ব্যতীত" এ হাদীসটি গ্রহণ করেন অথচ আপনিই এটিকে দুর্বল বলেন, এর কারণ কী? তিনি বললেন, আমরা এর সনদকে দুর্বল বলি, অন্যথায় আমল তো এই হাদীস অনুসারেই (Abū Yaʿlā 1990, 5/839)।

৩. আবার কখনো কখনো ফকীহ সর্বসম্মত দুর্বল হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে এ হাদীসটিই তার মতের পক্ষে একমাত্র দলীল নয়। বরং তার মতের পক্ষে আরো দলীল থাকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে– নাপাকীকে সাতবার ধুয়ে দূর করার পক্ষে কতক হাম্বলী ফকীহের মত। তাদের অনেকে এর পক্ষে দলীল হিসেবে ইবনে উমর রা. এর সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি হাদীস পেশ করেন। তিনি বলেন,

> والغسل من الجنابة سبع مرار, وغسل البول من الثوب سبع مرار
>
> নাপাকীকে সাতবার ধুয়ে দূর করতে হবে এবং কাপড়ে পেশাব লাগলে সাতবার ধুয়ে দূর করতে হবে।" এই হাদীস সম্পর্কে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মন্তব্য হলো, হাদীসের কিতাবগুলোতে এই হাদীসের মজবুত ভিত্তি নেই (Al-Albānī 1405H, 1/186-187)। কিন্তু এই হাদীসটি আলোচ্য মাসআলায় হাম্বলীদের একমাত্র দলীল নয়। বরং এ মাসআলায় তাদের মূল দলীল হলো, উক্ত নাপাকীকে কুকুরের নাপাকীর সঙ্গে কিয়াস। যেহেতু মূল দলীল কিয়াস, তাই ইবনে

> কুদামা কিয়াসের বর্ণনা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন (Ibn Qudāmah 1405H, 1/46) এবং ইবনে তাইমিয়া এটির আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন (Ibn Taymiyyah ND, 1/42)। সুতরাং এ মাসআলা শুধু এই হাদীসের উপর সীমিত নয়, যে হাদীসের মজবুত কোনো সনদ নেই।

ফাতওয়া বা রায় পরিবর্তনের আরেকটি বিশেষ দিক এই যে, ফকীহগণ বিভিন্ন বিধানের মাকাসিদ অর্জনের জন্য ইজতিহাদ করে যে উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেছেন, যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হলো, ঐসব উপায়-উপকরণে সীমিত না থাকা। বরং বর্তমানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যেসব নতুন নতুন উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে শরীয়তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো। তবে এটা ঐক্ষেত্রে সম্ভব যদি পূর্বের ফকীহগণের নির্ণীত উপায়-উপকরণ সরাসরি নস নির্দেশিত না হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পূর্বের উপায়-উপকরণ যদি নস নির্দেশিত হয় তাহলে উক্ত উপায় উপকরণে পরিবর্তন করা যাবে না।

শায়খ যারকা বলেছেন, অধিকার সংরক্ষণের একটি উপায় হলো বিচারব্যবস্থা। আগে একজন কাযীর ব্যবস্থাপনায় আদালত পরিচালিত হতো এবং কাযীর ফয়সালা ছিলো অকাট্য পর্যায়ের। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে একক বিচারব্যবস্থা সম্মিলিত বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতা আসতে পারে। এর যৌক্তিকতা হলো- কারও অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে-ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা (Al-Zarqā 2005, 942)।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনীতির প্রাচীন গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলো যেসব ইজতিহাদী উপকরণের আলোচনায় পরিপূর্ণ, বর্তমান সময়ে বহুক্ষেত্রে তার প্রয়োগযোগ্যতা নেই। অতএব, আমাদের উচিত সরাসরি ওহী যা নির্দেশ করেছে তা আঁকড়ে ধরা এবং শরীয়তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিত্যনতুন যে উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সহায়তা গ্রহণ করা। কেননা, শরয়ী নীতিতে রাষ্ট্রপরিচালনার অর্থ প্রাচীন কিতাবগুলোর হুবহু প্রয়োগ নয়। বরং এর অর্থ হলো ওহীর অনুকরণ ও বাস্তবতা অনুধাবন করা এবং এ দুটির সামঞ্জস্য বিধান করা।

দ্বিতীয় প্রকার: প্রথম মতটি ভুল প্রমাণিত হওয়ার কারণে মতের পরিবর্তন। নতুন তথ্য প্রকাশ পাওয়ার কারণে প্রথম মতটির ভুল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলে প্রথম মতটি বাদ দেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। এর উদাহরণ হলো, কতক ফকীহের মত ছিলো, গর্ভধারণ হতে পারে তিন/চার/পাঁচ/ছয় বা সাত বছর ব্যাপী। (Ibn Qudāmah 1405H, 8/98) শরীয়তের কোনো নস বা ইজমা দ্বারা এ মতটি প্রমাণিত নয়। অথচ বর্তমান সময়ে চিকিৎসকগণ প্রমাণ করেছেন, এটি অসম্ভব বিষয় এবং এর ভিত্তি কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত। এ কারণে বর্তমানে এ মতটি বাদ দেয়া আবশ্যক (Al-Khathlān ND, 16-19)।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী গর্ভধারণের সময়সীমা সংক্রান্ত ফকীহদের বিভিন্ন মত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> هذه المعلومات تجعلنا نقول: إن أقوال الفقهاء اليوم في هذه القضية ليست راجحة، بل ليست مقبولة، لأنها تخالف حقائق العلم، فضلا عن مخالفتها للقرآن الكريم، فنقول: لهذا كان من الأسباب المهمة جدا لتغير الفتوى في هذا العصر نتيجة تغير المعلومات.
>
> বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এসব তথ্যের আলোকে আমাদেরকে বলতেই হবে যে, এই বিষয়ে আজ ফকীহদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু এসব বক্তব্য বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্যের বিপরীত। এমনকি তা কুরআনে কারীমের বক্তব্যেরও বিরোধী। সুতরাং আমরা বলবো, বর্তমান সময়ে ফাতওয়া পরিবর্তন হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো তথ্যের পরিবর্তন (Al-Qaradawī ND, 82)।

কিন্তু শুধু ধারণা বা আলোচনার বিপরীত হলেই ফকীহদের বক্তব্য এড়িয়ে যাওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা জায়িয হবে না। সুতরাং কোনো ফিকহী মত বাতিল হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা বাদ দেয়া যাবে না।

সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তনের বৈধতাদানকারী বিষয়সমূহ

কালের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন হতে পারে তখনই, যখন এমন কোনো কারণ উপস্থিত থাকবে, যা ফাতওয়ার পরিবর্তনকে অনুমোদন করে। শুধু কালের পরিবর্তন ফাতওয়া পরিবর্তন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর সঙ্গে আরও কিছু অনুষঙ্গ থাকতে হবে, যা ঐ পরিবর্তনকে বৈধতা প্রদান করবে। বৈধতাদানকারী সে বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বিধানটি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হওয়া

যেসব বিধানের মূলভিত্তি সমাজের প্রচলিত রীতি বা প্রথা, রীতির পরিবর্তন ঘটলে সে বিধানগুলোর পরিবর্তন ঘটবে। এ কারণে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রচলিত রীতির পরিবর্তন ঘটে, তাহলে এটা স্বাভাবিক যে, এই রীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বিধানে পরিবর্তন হবে। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলী হায়দার বলেন,

> কালের পরিবর্তনের কারণে মূলত সমাজের প্রচলন ও রীতিনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিধানগুলোতেই পরিবর্তন ঘটে। কেননা, কালের পরিবর্তনে মানুষের চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তিত চাহিদাই প্রচলন ও রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটায়। আবার প্রচলন ও রীতিনীতির পরিবর্তনের কারণে বিধানাবলির পরিবর্তন ঘটে (Ḥaidar 2003, 1/47)।

যেসব বিষয়ে শরীয়ত নির্দিষ্ট বিধান বর্ণনা করেনি সেসব বিষয়ে প্রচলিত রীতির বিবেচনা করার প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম বুখারী রহ. 'আস-সহীহ' গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

> باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
>
> ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওজন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রেওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয়। এ বিষয়ে তাদের নিয়ত ও প্রসিদ্ধ পন্থাই অবলম্বন করা হবে (Al-Bukhārī 1987, 2/768)।"

তিনি এরপর উল্লেখ করেছেন, কাযী শুরাইহ সুতা বিক্রেতাদেরকে বলেছেন, سنتكم بينكم ربحا-''তামাদের মধ্যকার ফয়সালা হবে তোমাদের রীতিনীতি অনুসারে" (Ibid.)।

আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মহিলাদের সঙ্গদানের আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

> তোমরা তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। (Al-Qurān, 4: 19)

তাহির ইবনে আশূর বলেন, এখানে 'মারূফ'-এর অর্থ হল শরীয়ত যা নির্ধারণ করেছে এবং প্রচলিত রীতিনীতিতে যা প্রতিষ্ঠিত (Ibn 'Āshūr 2008, 4/286)।

উদাহরণ হিসেবে বর্তমান সময়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে সঙ্গদানের অর্থ এটা নয় যে, স্বামী স্ত্রীর চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করবে না। কেননা, প্রচলিত রীতির দাবি হলো, স্বামী স্ত্রীর অসুস্থতায় চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করবে। এটি ড. ওয়াহবা যুহাইলীরও মত (Al-Zuhaylā 1984, 1/380-381)।

এই বিষয়ের আরো একটি উদাহরণ হলো, মালিক ও ভাড়াদাতার দায়দায়িত্ব। ফকীহগণ প্রত্যেকের দায়দায়িত্বের খুঁটিনাটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যেগুলো সব প্রচলনভিত্তিক মাসআলা, সময়ের পরিবর্তনে যেগুলোর বিধানে পরিবর্তিন ঘটে। সুতরাং এ সকল বিধানে আবশ্যক হলো প্রচলিত রীতির বিবেচনা করা। শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ বিন উসাইমীন এ মত পোষণ করেন (Al-Uthaymeen 1422H, 10/63)।

যদিও কোনো কোনো ফকীহ এটিকে বিধানগত পরিবর্তন বলেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিচারে এই পরিবর্তন ফাতওয়ার পরিবর্তন। কেননা মূল বিধান এখানে প্রতিষ্ঠিত। তা হলো, যে মাসআলাগুলো প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির বিবেচনা করা আবশ্যক। এরপর কালের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন ঘটে।

২. বিধানটি কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া

যাকাত দেয়ার খাত সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আটটি শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে। এর একটি হলো, আল মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম অর্থাৎ যাদের মনোতুষ্টি করা হলে মুসলমানদের কোনো উপকার হবে, তাদেরকে সে উদ্দেশ্যে যাকাতের একটি অংশ প্রদান করা।

ইসলামের শুরুর দিকে কিছু অমুসলিমকে তাদের মনোতুষ্টির জন্য যাকাতের অংশ দেয়া হতো; যেন তারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় এবং মুসলমানেরা তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। এদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়, আল-মুআল্লাফাতু

কুলুবুহুম। উমর রা. এ ধরনের কোনো লোককে যাকাত দেননি। কেননা, তাদের যাকাত প্রদান একটি কারণের সঙ্গে যুক্ত ছিলো; সেই কারণ পাওয়া গেলে বিধান প্রয়োগযোগ্য হবে, আর কারণটি পাওয়া না গেলে বিধান প্রয়োগযোগ্য হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, নবীজী স. যে বিষয়টি কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত করে শরী'আহ হিসেবে অনুমোদন করেছেন তা ঐ কারণের সঙ্গেই শর্তযুক্ত হবে। এর উদাহরণ হলো 'আল-মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম' খাতে যাকাতের অংশ প্রদান করা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কারো কারো ধারণা, 'এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। কারণ উমর রা. বলেছেন, আল্লাহ মনোতুষ্ট করার প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান গ্রহণ করুক, যার ইচ্ছা সে কাফের থাকুক।' কিন্তু এই ধারণা ভুল। বরং উমর রা. তাঁর শাসনামলে এদেরকে যাকাতের অংশ প্রদান করা প্রয়োজন মনে করেননি। তাই তিনি এ বিধান কার্যকর করেননি; বিধান রহিত হয়ে গেছে বলে তাদের যাকাত দেননি তা নয় (Ibn Taymiyyah 1995, 23/)।"

এর আরেকটি নমুনা হলো ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস

> فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
> রাসূলুল্লাহ স. সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক ছা'[১] খেজুর বা এক ছা' যব নির্ধারণ করেছেন (Al-Bukhārī 1987, 1432)।

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সূত্রে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সদকাতুল ফিতর হলো খেজুর ও যব। আমি মনে করি না, আবু সাঈদ খুদরী রা. এই কথা বলতে চেয়েছেন, নবীজী তা ফরয হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। বরং তিনি বিষয়টি নবীজীর সঙ্গে যুক্ত করে বলতে চেয়েছেন, তাঁরা সদকায়ে ফিতর হিসেবে এ দুটি খাদ্য প্রদান করতেন। আর রাসূল স. এর সুন্নাহ হলো, সদকায়ে ফিতর এমন বস্তু দ্বারা প্রদান করতে হবে যা খাদ্য হিসেবে বিবেচিত এবং যার জন্য যাকাতের বিধান রয়েছে। অতএব, সমাজের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যের উপকরণ ও পরিমাপে সদকায়ে ফিতর প্রদান করতে হবে (Al-Shāfiʿī 1990, 2/72)।"

ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যব সে-ই প্রদান করবে, যে যব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে (Ibn 'Abd al-Barr 2000, 3/270)।"

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ অঞ্চলে যব খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এ কারণে বর্তমানে যেসব অঞ্চলে যব খাদ্য হিসেবে প্রচলিত আছে সেসব অঞ্চলে যব দেয়া যথেষ্ট হবে। সুতরাং, মূল বিধান এখানে বিদ্যমান; পরিবর্তন হয়নি। কেননা, বিধান হলো সমাজের অধিকাংশ লোকের খাদ্য দ্বারা সদকায়ে ফিতর প্রদান করা। বরং পরিবর্তন হয়েছে ফাতওয়ায়, যা স্থান কালের বিবেচনা অনুযায়ী হয়।

১. ছা' ওজনের একটি একক। যা বর্তমান ওজন পদ্ধতিতে প্রায় তিন কিলোগ্রাম।

এই পরিবর্তন অনুমোদনের কারণ এই যে, হাদীসে যব বা খেজুরের উল্লেখ মৌলিক কোনো কারণে হয়নি। বরং এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু আরব দেশের সমাজে এ দুটি প্রচলিত খাদ্য ছিলো। সুতরাং এখানে ইল্লত (মূল কারণ) হলো খাদ্য হওয়া; সুতরাং এই ইল্লত যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তার সঙ্গে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটবে।

তবে যদি হুকুমটি 'তাআব্বুদী' অর্থাৎ এমন বিধান হয়, যার কার্যকারণ বোধগম্য নয়, তাহলে কালের পরিবর্তনে সে বিধানে পরিবর্তন হবে না; বিধানটি লেনদেন বা ইবাদত যে সম্পর্কেই হোক।

এর উদাহরণ হলো শরয়ী দণ্ডবিধিসমূহ (হুদুদ); ব্যভিচারের দণ্ড, চুরির দণ্ড ইত্যাদি। দণ্ডবিধি সংক্রান্ত মূল বিধানের কার্যকারণ যদিও বোধগম্য, কিন্তু একশ বেত্রাঘাত বা হাত কেটে দেওয়ার বিধান তাআব্বুদী বা যুক্তির উর্ধ্বে। কালের পরিবর্তনে এতে পরিবর্তন হবে না।

৩. তীব্র প্রয়োজন

শরীআহতে স্বীকৃত মূলনীতি হলো, الضرورات تبيح المحظورات তীব্র প্রয়োজন অবৈধ বিষয়কে বৈধ করে (Al-Majallat al-Aḥkam al-'Adliyyah. C-21)। এই মূলনীতি অনুসারে যদি এমন কোনো তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, যা পূর্বের ফাতওয়ার পরিবর্তনকে অপরিহার্য করে তোলে তবে সেই পরিবর্তন বৈধ হবে। তবে এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে না যে, পূর্বের বিধান পরিবর্তিত হয়েছে। বরং একটি তীব্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পূর্বের অবৈধ বিষয়ের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, নববী যুগের বিধান ছিলো কেউ হারানো উট পেলে তা নেবে না। বরং সেই অবস্থায় ছেড়ে দেবে। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি নবীজীকে হারিয়ে যাওয়া উট হেফাজত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তার সঙ্গে তার চামড়া ও পানপাত্র রয়েছে। সে নিজে নিজে পানির ঘাটে উপনীত হতে পারে এবং তৃণলতা খেতে পারে। (সুতরাং তোমার তাকে হেফাজত করার প্রয়োজন নেই।) সে এ অবস্থাতেই থাকবে, তার মালিকের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত (Muslim 2006, 1722)।"

কিন্তু উসমান রা. পরবর্তী সময়ে এই বিধানে পরিবর্তন করেন। তিনি তখন বিধান দেন, হারিয়ে যাওয়া উট পেলে রেখে দেওয়া হবে। যেহেতু উট একটি সম্পদ আর সম্পদ রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, সুতরাং সম্পদ রক্ষার দাবি হলো হারিয়ে যাওয়া উট পেলে রেখে দেওয়া।

এ সংক্রান্ত আরও উদাহরণ হলো, উত্তরসূরি হানাফী ফকীহদের মতে কুরআনে কারীম ও ফিকহ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ হওয়ার ফাতওয়া। অথচ মাযহাবের মূল বক্তব্য হলো এমন পারিশ্রমিক গ্রহণ অবৈধ। পরবর্তীকালে তা বৈধ হওয়ার কারণ

হিসেবে বিবেচনা করা হয়, মানুষের ঈমানী দুর্বলতা ও এ কাজের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ পাওয়া। সুতরাং যদি এ সময়ে বিনিময় গ্রহণ করা না হয় তাহলে কুরআন চর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে (Ibn 'Abidīn 1992, 6/55)।

এসব বিষয়ে ফাতওয়া পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এর কারণ সময়ের পরিবর্তন নয়; বরং তা হয়েছে তীব্র প্রয়োজন থাকার কারণে। প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার পর পরিবর্তন এক সময়ে হওয়া বা একাধিক সময়ে হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। এখানে যে বিষয়টি স্মর্তব্য তা হলো, তীব্র প্রয়োজনের নির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে, ফকীহগণ যেগুলো আলোচনা করেছেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের জন্য তীব্র প্রয়োজনের অজুহাতে শরয়ী বিধিবিধানের বিপরীত কিছু করার সুযোগ নেই। কেননা তীব্র প্রয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করা মুজতাহিদ ফকীহদের দায়িত্ব।

৪. উপযুক্ততার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটা

উপযুক্ততাকে আরবীতে 'أهلية' বলা হয়। এটি أهل থেকে গঠিত কৃত্রিম ক্রিয়ামুল (مصدر صناعي)। (Ibn Manẓūr 2010, 1/186)। পরিভাষায় উপযুক্ততা (أهلية) দুই প্রকার।

এক. বাধ্যবাধকতা আরোপের উপযুক্ততা (أهلية الوجوب): কারও ওপর কোন দায়িত্ব অথবা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে কোন অধিকার আবশ্যক হওয়ার জন্য ব্যক্তির উপযুক্ততা।

দুই. কর্মসম্পাদনের উপযুক্ততা (أهلية الأداء) : ব্যক্তির এমন উপযুক্ততা যার ভিত্তিতে তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় বা শরয়ী বিধান সাব্যস্ত হয়। যেমন শরীআহ পরিপালনের জন্য নির্ধারিত বয়স (Zaidān 1976, 92-93)।

কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি কর্মসম্পাদনের উপযুক্ততাকে প্রভাবিত করে, ফলে তা অবিশষ্ট থাকে না বা হ্রাস পায়। এসব ঘটনা কখনো মানুষের সাধ্যের অনুকূলে এবং কখনো সাধ্যাতীত। যেমন পাগলামি ও অসুস্থতা। আবার কখনো তা অর্জনসম্পৃক্ত বিষয়। যেমন মূর্খতা (Ibid. 100-101)।

ফকীহগণের নিকট একটি সুবিদিত মূলনীতি হলো, যে বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অবগত সে বিষয়ে অজ্ঞতার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি ব্যক্তি সদ্য মুসলমান হয়ে থাকে অথবা তার বেড়ে ওঠা হয়ে থাকে কোনো দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে, তাহলে ভিন্ন কথা (Al-Suyūtī 1990, 200)।

কখনো কখনো এমনও হয় যে, একটি বিষয় সাধারণ সকলেই জানে, ফলে সে বিষয়ে অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু অন্য এক সময়ে এ বিষয়ে অজ্ঞতা ব্যাপক হয়ে পড়ে, ফলে তখন সে বিষয়ে অজ্ঞতার দাবি গ্রহণ করা হয় ।

এখানে যে বিষয়টি ফাতওয়ায় পরিবর্তন এনেছে তা কিন্তু সময়ের পরিবর্তন নয়; বরং উপযোগিতা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন।

উপযোগিতা বিবেচনা করার বিষয়টি শুধু ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রেই বিবেচ্য নয়; বরং দাওয়াতের ক্ষেত্রেও উপযোগিতার গুরুত্ব বিবেচনা করতে হয়। দাওয়াতের কার্যাবলিও উপযুক্ততা ও পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় হওয়া উচিত। কিছু কিছু বিষয় হয়তো একদলের সামনে আলোচনা করা যায়, কিন্তু তা অন্য দলের সামনে আলোচনা করা যায় না। একইভাবে যেসব বিষয় ইতঃপূর্বে সাধারণের সামনে আলোচনা করা যেত সেগুলো বর্তমান সময়ে আলোচনার উপযুক্ত নাও হতে পারে। সুতরাং দীনের প্রতি দাওয়াত প্রদানকারীর উচিত এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা।

৫. নতুন কোনো তথ্য উপাত্ত প্রকাশ পাওয়া

কখনো কখনো ফাতওয়ায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে, একারণে নয় যে, মাসআলার মূল বিধান সংক্রান্ত কোনো নতুন তথ্য জানা গেছে। বরং এ কারণে যে, নতুন কোনো বিষয় জানা গেছে, যা মাসআলার আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধূমপান বৈধ হওয়ার ফাতওয়া। এরপর তা হারাম হওয়ার ফাতওয়া। এই পরিবর্তন এজন্য হয়নি যে, ক্ষতিকর বস্তু গলাধকরণের বিধান প্রথমে মুফতীর জানা ছিলো না; বরং ইতঃপূর্বে তার কাছে ধূমপানের ক্ষতি প্রমাণিত হয়নি। শাইখ হাসানাইন মাখলুফ একে বৈধ মনে করেন। তিনি বলেন, ধূমপানের সাধারণ বিধান হলো তা বৈধ। কিন্তু প্রাণ ও সম্পদ বা উভয়ের ক্ষতি-সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত, যা একে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী সাব্যস্ত করে। তখন এর বিধান পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনাতেই প্রদত্ত হবে (Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah 1993, 7/247)। অর্থাৎ, ধূমপানের ক্ষতি প্রমাণিত হলে তা হারাম হওয়ার পথ খোলা রয়েছে।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, বর্তমান সময়ে নতুন তথ্য-উপাত্ত এবং যে বিষয়ে চিকিৎসকগণ একমত তা হলো ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তা ফুসফুসের ক্যান্সার ঘটায়, এছাড়াও আরো অনেক রোগের কারণ হতে পারে। ধূমপান সম্পর্কিত তথ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, সুতরাং ফাতওয়ায় পরিবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে ফাতওয়া হওয়া উচিত চিকিৎসকের বক্তব্য অনুযায়ী। যদি চিকিৎসক বলেন, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তখন মুফতীর বলা আবশ্যক, এটি হারাম (Al-Qaradawī ND, 78)।

প্রকৃত অর্থে ধূমপান বৈধ ও অবৈধ হওয়ার বিষয়ে ফাতওয়ার পার্থক্য মূল বিধানের পার্থক্য নয়, বরং ফাতওয়ার প্রেক্ষিত ও উপযোগিতার পরিবর্তন। 'কোনো বস্তুর মূল বিধান হলো বৈধ হওয়া, যতক্ষণ না এর ক্ষতিকর বা হারাম হওয়ার কোনো দলীল পাওয়া যায়'- এটি একটি নির্দিষ্ট বিধান, এর কোনো পরিবর্তন বা রদবদল হয়নি। কিন্তু ধূমপানের উপযোগিতা ও ক্ষয়ক্ষতির ধারণার পরিবর্তন ঘটার ফলে ফাতওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে।

ফাতওয়ায় প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ

যেসব বিষয় ফাতওয়া পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো (Al-Qaradawī ND, 39):

১. সময়ের পরিবর্তন

২. স্থানের পরিবর্তন

৩. অবস্থার পরিবর্তন

৪. প্রচলিত রীতির পরিবর্তন

৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে নীতির পরিবর্তন

নিম্নে দৃষ্টান্তসহ এসব বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

এক. উদ্ভূত সমস্যায় সময়ের পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, সময়ের পরিবর্তনে ক্ষেত্রবিশেষে ফাতওয়ার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের পরিবর্তনের দ্বারা উদ্দেশ্য এক বছর শেষ হয়ে অপর বছরে উপনীত হওয়া বা এক দশক শেষ হয়ে অন্য দশকে উপনীত হওয়া অথবা এক শতাব্দী শেষ হয়ে অন্য শতাব্দীতে উপনীত হওয়া নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সময়ের পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনাচার ও ধ্যানধারণায় পরিবর্তন ঘটা। আমরা বর্তমানে যে সময়ে বাস করছি তা আমাদের পূর্বেকার যুগ ও মানুষের তুলনায় ভিন্ন। এখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং এমন সব ঘটনা ও সমস্যা তৈরি হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তীদের সময়ে হয়নি।

ফাতওয়ার পরিবর্তনে এই কালকেন্দ্রিক পরিবর্তনের বড় প্রভাব রয়েছে। নিম্নে এমনকিছু সমস্যার নমুনা, প্রয়োগ ও বাস্তবিক চিত্র উল্লেখ করা হলো। যা থেকে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, ফাতওয়ার পরিবর্তনে কালের পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে।

ভিড়ের কারণে মসজিদে হারামের বাইরে তাওয়াফ করার বিধান

সকল ফকীহ একমত, তাওয়াফের জায়গা হলো মসজিদে হারামের ভেতরে কাবা ঘরের চারপাশ, বাইতুল্লাহর কাছ ঘেঁষে হোক বা কিছুটা দূর থেকে। তাওয়াফ বায়তুল্লাহর সন্নিকটে হওয়া শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে (Al-Nawawī ND, 8/39)।

সুতরাং যদি কোনো তাওয়াফকারী মাকামে ইবরাহীমের পেছন থেকে অথবা কোনো আড়াল যেমন মিম্বার বা পিলারের আড়ালে থেকে অথবা মসজিদে হারামের উপর থেকে তাওয়াফ করে, তাহলে এটিও তাওয়াফ হিসেবে যথেষ্ট। এটি সর্বসম্মত মত (Ibn Qudāmah 1405H, 3/375)। তবে আগের ও পরের কোনো কোনো আলিম

পরিস্থিতি বিচেনায় ভিড় ও অন্যান্য স্বীকৃত অসুবিধার কারণে মসজিদের বাইরে থেকে তাওয়াফ করার অনুমতি দিয়েছেন। আল-মুদাওয়ানাহ গ্রন্থে ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণিত, যদি ভিড়ের কারণে কেউ যমযমের পেছন থেকে তাওয়াফ করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ইবনুল কাসিম রহ. বলেন, ভিড়ের কারণে মসজিদের ছাদ থেকে তাওয়াফ করলেও কোনো সমস্যা নেই (Mālik 1324H, 1/427)।

আমরা এমন এক সময়ে রয়েছি, যখন তাওয়াফকারী বেশি হওয়ার কারণে সার্বক্ষণিক ভিড় হয়। কালের পরিবর্তনের কারণে তাই পূর্বের সর্বসম্মত মত বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে। সমসাময়িক আলিমগণ এর বৈধতা দিয়েছেন। শায়খ উছাইমীন বলেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার জন্য নির্মিত ভবনের ছাদ থেকে তাওয়াফ করা জায়িয নেই, যেহেতু মাস'আ (সাঈ এর স্থান) মসজিদে হারামের বাইরে। আর মসজিদের বাইরে তাওয়াফ জায়িয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ। : তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে (Al-QurÉn: 22:29)। কিন্তু বর্তমানে আমরা অনেক ভিড় ও বিপুল সংখ্যক হাজীকে দেখতে পাই। সে কারণে যদি কেউ মসজিদের ছাদ থেকে তাওয়াফ করে আর মাসআর পাশের সরু জায়গা পূর্ণ হয়ে যায় আর তার মাসআয় নেমে আসা অথবা দেয়ালের উপর থেকে তাওয়াফ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তাহলে আমরা মনে করি, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তার কর্তব্য হলো যখনই ফাঁকা পাবে বাইতুল্লায় প্রবেশের চেষ্টা করবে (Al-Uthaymeen 1413H, 22/ 289-290)।

দুই. স্থানের পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

স্থানের পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়া পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা ও আচরণে স্থানের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, মরুভূমি, লোকালয়, গ্রাম, শহর, উষ্ণাঞ্চল, শীতার্ত অঞ্চল, পশ্চিম, পূর্ব, দারুল ইসলাম (মুসলিম শাসক কর্তৃক শাসিত ভূমি), দারুল হারব (অমুসলিম শাসক কর্তৃক শাসিত ভূমি), দারুল আমান (অমুসলিম দেশে নিরাপত্তা গ্রহণ করার মাধ্যমে নিরাপদ ভূমি) ইত্যাদি স্থানের ভিন্নতার কারণে একই বিষয়ের বিধানে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। অতএব, স্থানের ভিত্তিতে প্রদত্ত ফাতওয়ায় স্থানের পরিবর্তনের প্রভাব একটি স্বীকৃত বিষয়। যেমন-

যে দেশগুলোতে অর্ধবছর সূর্য উদিত হয় না অথবা অস্ত যায় না সে অঞ্চলের সালাতের বিধান

সালাত রাত-দিনের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি ইবাদাত। সূর্যের প্রদক্ষিণ এবং দিন-রাতের আবর্তনের সঙ্গে এর সম্পর্ক। নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا : নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (Al-QurÉn: 4:123)।

কিন্তু দুই মেরুতে রাতের হিসাবে দিন অনেক দীর্ঘ অথবা দিনের হিসাবে রাত অনেক দীর্ঘ। এমনকি উত্তর মেরুতে টানা ছয় মাস রাত থাকে আর দক্ষিণ মেরুতে টানা ছয়

মাস দিন থাকে। অনুরূপ ইউরোপের কিছু দেশ রয়েছে যেখানে কোনো কোনো নামাযের ওয়াক্ত আলাদা করা যায় না। যেমন এশার নামায। এশার নামাযের আলামত আলাদাভাবে বিদ্যমান নেই। দিগন্তের লালিমা সেখানে প্রকাশ পায় না, যার সঙ্গে সকালের শুভ্রতা মিলিত হবে। ফলে এশার ওয়াক্তের শুরু ও শেষ নিরূপণ করা যায় না। এমতাবস্থায় সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা। এ ব্যাপারে কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী অথবা ফিকহের পূর্ববর্তী ইমামদের কারো কোনো বক্তব্য নেই। বরং পরবর্তী ফকীহদের কিছু মতামত রয়েছে। তাদের মতে, যেসব অঞ্চলে টানা ছয় মাস সূর্য উদিত থাকে এবং বছরের অবশিষ্ট সময় সূর্য অস্তমিত থাকে (অর্থাৎ যেখানে অর্ধবছর দিন আর অর্ধবছর রাত) সেখানের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণ করে নামায আদায় করবে। অর্থাৎ তারা প্রতি চব্বিশ ঘণ্টাকে একদিন ও একরাত হিসেবে ধরে সে সময়ের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযকে ভাগ করে নেবে। এরপর প্রশ্ন আসে, কোন্ এলাকার সময় ও নামাযের সঙ্গে তাদের সময় ও নামাযকে মেলাবে? এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মত হলো, নিকটবর্তী এমন অঞ্চলের সঙ্গে তাদের সময় মেলাবে যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় (Al-Sāwī 1952, 1/225-226)। আবার কারো কারো মত হলো, মক্কা ও মদীনার নামাযের সময়ের সঙ্গে মেলাবে। কেননা এ দুই ভূমিতে অহী নাযিল হয়েছিল (Al-Ansārī 1313H, 1/117; Al-Iftā wa al-Buhūs al-Shar'iyya 1996, F-111)।

অনুরূপ প্রায়োগিক আরেকটি মাসআলা হলো, বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে তায়াম্মুমের জন্য বরফই পবিত্র মাটি হিসেবে গণ্য। উত্তর মেরুঅঞ্চল সর্বত্র বরফ ঢাকা থাকায় তায়াম্মুমের প্রয়োজনীয় মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু পাওয়া যায় না। তাই সেখানকার বিধান হলো, বরফই তাদের পবিত্র মাটির সমতুল্য, সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। ইউরোপীয় ইফতা ও গবেষণা পরিষদ (المجلس العلمي الاوربي للافتاء والبحوث) থেকে মালিকী ফকীহ ও অন্য ফকীহগণের মধ্যে অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত হয়ে এই ফাতওয়া প্রদান করেছেন (Al-Qaradawī ND, 39)।

তিন. অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

ফাতওয়ায় প্রভাব বিস্তার ও পরিবর্তনকারী ও প্রভাবক আরেকটি বিষয় হলো- অবস্থার পরিবর্তন। কেননা সংকটকালীন অবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা থেকে ভিন্ন, শঙ্কার অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন, সবলতার অবস্থা দুর্বলতার অবস্থা থেকে ভিন্ন, বার্ধক্যের অবস্থা যৌবনের অবস্থা থেকে ভিন্ন, বিজ্ঞতার অবস্থা অজ্ঞতার অবস্থা থেকে ভিন্ন। তাই অবস্থার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফাতওয়ায় অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব থাকে। এর কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

মুসলিম ব্যক্তির অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ফাতওয়ার পরিবর্তন

অমুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় না এবং তাদের অধিকাংশ নাগরিক অমুসলিম। কোনো মুসলমান এমন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে নাগরিকত্ব চুক্তির ভিত্তিতে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আবশ্যিক হয়ে যাবে (Ibrāhīm 2013, 1099)।

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ একটি নতুন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে সমকালীন ফকীহগণের চারটি মত রয়েছে। এসব মতের প্রবক্তাগণ পূর্বেকার বিশ্বপরিস্থিতির তুলনায় বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তনের ওপর তাদের মতের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। মত চারটি হলো :

১. মুসলমানের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা নিষিদ্ধ (Ridā 2005, 1748);

২. মুসলমানের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। শর্ত হলো, দীনের বিষয়ে যত্নবান থাকা, মজবুতভাবে দীনকে আঁকড়ে থাকা এবং অমুসলিমদের সংস্কৃতি –যা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক– গ্রহণ না করা (Ibrāhīm 2013, 607-608);

৩. একান্ত প্রয়োজনে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ। যেমন– যদি কোনো মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রে দীন পালনে বাধার সম্মুখীন হয়, এদিকে অমুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া কেউ তাকে গ্রহণ করতে সম্মত না হয় এবং সেই রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে দীন পালনের সুব্যবস্থা থাকে (Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī, v-3, p-195);

৪. যেহেতু বিষয়টি বৈধ বা অবৈধ হওয়ার পক্ষে মতপার্থক্যমূলক পর্যালোচনা রয়েছে, সেহেতু সামগ্রিকভাবে এর কোন বিধান প্রদান না করে বরং নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতে হবে (Ibrāhīm 2013, 1101-1121)। অবশ্য এক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, যারা এটি জায়িয হওয়ার পক্ষে মত দেন তাদের মতের ভিত্তি হলো, অবস্থা, সুবিধা ও সময়ের পরিবর্তন হওয়ার উপাদানসমূহ।

চার. প্রচলিত রীতির পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

ইতঃপূর্বে কারাফী, ইবনুল কায়্যিম, ইবনে আবিদীন ও অন্যান্য ইমামের সূত্রে এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে পূর্বে যে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে, পরবর্তীকালে রীতির পরিবর্তনের কারণে ফাতওয়ায় পরিবর্তন ঘটবে। নিম্নে এ জাতীয় কিছু ফাতওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

ক. রাস্তায় পানাহারের উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত বিধানাবলিতে ফাতওয়ার পরিবর্তন

পূর্বে সামাজিক অবস্থা এমন ছিল যে, রাস্তায় পানাহার আত্মমর্যাদাবিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হতো। এ কারণে পূর্বসূরি ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, রাস্তায় পানাহারকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বর্তমান সমাজে

ভিন্নতা এসেছে। কাজে যেতে অথবা ফিরতে চলার পথে মানুষের হালকা খাবার গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং আমরা যদি এদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করি, তাহলে অনেক মানুষের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে বহু মানুষের অধিকার নষ্ট হবে। বিশেষত বর্তমান সমাজে এ বিষয়টিকে আত্মমর্যাদা বিরোধী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (Al-Qaradawī ND, 72)।

খ. মুদ্রা (টাকা-পয়সা) দ্বারা যাকাত আদায়ের নেসাব নির্ধারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহ স. অর্থের যাকাত প্রদানের দুটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। একটি হলো রুপা, এর পরিমাণ দুইশ দিরহাম, যার বর্তমান পরিমাপ: ৫৯৫ গ্রাম প্রায়। অপরটি হলো স্বর্ণ, যার পরিমাণ বিশ মিছকাল বা দীনার, এর বর্তমান পরিমাপ: ৮৫ গ্রাম প্রায়। সে সময়ে এক দীনারের মূল্য ছিল দশ দিরহামের সমপরিমাণ। সুতরাং নবীজী স. ব্যবধানপূর্ণ দুটি নেসাব নির্ধারণ করেননি, বরং নেসাব একটি। যারা এর মালিক হবে তাদের ধনী বিবেচনা করা হবে এবং তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। নববী যুগে প্রচলিত দুটি মুদ্রা দ্বারা যাকাতের নেসাব (নির্দিষ্ট পরিমাণ) নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, তখন প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে উভয় প্রকার মুদ্রার নেসাবে সমতা ছিল।

পাঁচ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে ফাতওয়ার পরিবর্তন

বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও নব নব আবিষ্কারের কারণে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ফকীহগণ শরীয়তের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পরিণতির দিকে লক্ষ রেখেছেন। অর্থাৎ যত উৎকর্ষই সাধিত হোক তার বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কারণে নিত্যনতুন উদ্ভূত সমস্যায় তারা স্থবিরতার পরিচয় দেননি। বরং তাদের ফাতওয়াগুলো এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন তা মজবুতভাবে প্রমাণ করতে পারে যে, দীনে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন দীন। মানবসমাজে আপতিত ও উদ্ভূত সকল বিষয়ের বিধান দীনের অন্তর্ভুক্ত। একইসঙ্গে প্রমাণ করতে পারে যে, এই দীন সকল স্থান ও কালের জন্য প্রয়োগযোগ্য। বর্তমান সময়ে এর একটি উদাহরণ হলো:

আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট) সংঘটিত চুক্তি জায়িয হওয়ার ফাতওয়া

চুক্তি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তা সম্পন্ন করতে হবে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে বা লিখিতভাবে অথবা বার্তাবাহকের মাধ্যমে। অথচ এখন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে (টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি) চুক্তি সম্পন্নকরণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং উভয়পক্ষের সময়ের ব্যবধান ও স্থানের দূরত্ব ঘুচিয়ে প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ এবং পণ্য হস্তগত করাও সম্ভব। এমনিভাবে চুক্তিকৃত পণ্য দেখাও সম্ভব, যেখানে ধোঁকা ও অজ্ঞতার আশঙ্কা প্রবল নয়। এতদ্ব্যতীত যেহেতু চুক্তির সকল শর্ত ও রুকন সরাসরি পাওয়া যায় তাই এ চুক্তি সহীহ ও অবশ্য পালনীয় হবে এবং

অন্যান্য চুক্তির মত এখানেও চুক্তি নষ্টকারী বিষয়সমূহের বিধান কার্যকর হবে (Al-Kindī 2008, 132)।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়, প্রচলিত রীতি, স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন শরীয়াসম্মত ও স্বীকৃত পন্থা। এই পন্থা অবলম্বনে প্রয়োগকৃত বিধানাবলি সর্বকালে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় ও প্রচলনে শরীয়তের উপযোগিতা প্রমাণ করে। বিষয়টি মহানবী স., সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে- তাবেয়ীনদের ফাতওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলমান। সুতরাং সমকালীন ফাতওয়ার নির্দেশনা প্রদানে এই পন্থা থেকে উপকার গ্রহণ করা হলে তা নিরাপদ পন্থা এবং ইসলামী শরীয়াতের নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ইসলামী বিধানের মৌলিকত্ব হলো, তা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী বিধানের শাখা-প্রশাখায় পরিবর্তন হতে পারে। ফকীহগণ যেসব বিষয়কে ফাতওয়ার পরিবর্তনের উপলক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সময়, স্থান, অবস্থা, রীতি ও নতুনত্ব। মহানবী স. এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ইসলামী ফিকহের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন যুগে ফাতওয়া পরিবর্তনের এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী বিধি-বিধান সর্বকালের, সর্বযুগের, সব সমাজের মানুষের জন্য প্রয়োগযোগ্য। মানুষের জীবনাচরণের ভিত্তিতে শরীয়াত পরিপালনকে সহজীকরণ ও শরীয়ার উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে বিশেষ বিশেষ বিধান পরিবর্তন করা যেতে পারে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Abū Yaʿlā, Muḥammad ibn al-Ḥusayn Ibn al-Farrā. 1990. *Al-Uddah fī Usūl al-Fiqh. Riyadh*: Imam Muḥammad Islamic University.

Aḥmad, Imam Aḥmad Ibn Hanbal. 1411H. *Usūl al-Sunnah*. Jeddah: Dār al-Manār.

Al-Albāni, Muḥammad Nasir al-Din. 1405H. *Irwā al-Ghalil fī Takhrīj Ahādīth Manār al-Sabīl*. Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyyah.

Al-Ansārī, Abū Yahyā Zakariya Ibn Muḥammad. 1313H. *Asnā al-Matālib Sharh Rawd al-Tālib*. Cairo: Al-Matbaʿa al-Maimaniyyah.

Al-Barkatī, Muḥammad Amīmul Iḥsan Al-Mujaddidī. 2003. Al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʻAbdullah Muḥammad Ibn Ismāʻīl. 1987. *Al-Jamīʻ Al-Sahīh.* Beirut: Dār Ibn Kathīr.

—.1989. *Al-Adab Al-Mufrad.* Beirut: Dār al-Bashāyer al-Islāmiyyah.

Al-Gazāli, Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad. 1997. *Al-Mustasfā Min ʻIlm al-Usūl*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Iftā wa al-Buhūs al-Shariyyah. 1996. *Majmu' al-Fatāwā al-Shar'iyyah.* Kuwait: Ministry of Endowments and Religious Affairs

Al-Jawziyyah, Muḥammad Ibn Abū Bakr Ibn Qayyim. 1991. I'lām al-Muwaqqi'een 'an Rabb al-'Aalameen. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Khathlān, Dr. Saad Bin Turkī. ND. *Muddat al-Haml*. Jeddah: Majma al-Fiqh al-Islāmī.

Al-Kindī, ʻAbd al-Razzak ʻAbdullah Sālih ibn Gālib. 2008. Al-Taysīr fī al-Fatāwā. Bairut: Muassasah al-Risālah

Al-Majallah al-Aḥkam al-ʻAdliyyah. V-21

Al-Munāwī, Abd al-Rauf Ibn Taj al-Arifin Ibn Ali. 1990. Al-Tawqif Ala Muhimmat al-Tarif. Beirut: Dar Alam al-Kutub.

Al-Nasāyī, Abū ʻAbd al-Rahman Aḥmad Inb Shuʻaib Ibn ʻAlī. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al-Nawawī, Abū Zakaria Yahya Ibn Sharf. ND. *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*. Jeddah: Dar al-Irshad

Al-Qaradawī, Dr Yusuf. ND. *Mujibat Tagaiyyur al-Fatawa fi Asrina*. Qatar: al-Ittiḥād al-ʻĀlamī li-ʻUlāmāʼ al-Muslimīn

Al-Qarafī, Shihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Idrīs. ND. *Al-Furūq*. Beirut: Dār ʻĀlam al-Kutub

Al-Sāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. 1952. *Hashiyat al-Sāwī alā al-Sharh al-Sagīr*. Cairo: Maktaba Mustafā

Al-Shāfiʿī, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Idrīs. 1990. *Kitāb al-Umm*. Bairut: Dār al-Ma'rifa

Al-Shātibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Musā. 2004. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharīah*. Beirut: Dār al-Fikr al-ʻArabī.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn `Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 1990. *Al-Ashbah wa al-Nazai'r*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

—. ND. Al-Ashbāh wa al-Najāir fī Qawāid wa Furū Fiqh al-Shāfiʿī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Tabarī, Muḥammad Ibn Jarīr. *Tafsīr Al-Tabarī*. Beirut: Dār al-Ma'ārif.

Al-Tirmidī, Abū ʻIsa Muḥammad Ibn ʻIsa. 1417H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Maktabat al-Maʻārif.

Al-Uthaymeen, Muḥammad ibn Sālih. 1422H. *Al-Sharh al-Mumti' alā Zād al-Mustaqni'*. Dammam: Dār Ibn al-Jawzī.

Al-Zarkashī, Badr al-Din Muḥammad ibn Bahādur. 1994. Al-Baḥr al-muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. 2005. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-ʻĀmm.* Beirut: Dār al-Qalam.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1984. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū.* Bairut: Dār al-Fikr.

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. 1993. Al-*Fatawa al-Islamiyyah min Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Egypt: Supreme Council For Islamic Affairs

Ḥaidar, Alī. 2003. *Durar al-Ḥukkām, Sharḥ Majallat al-Aḥkām*. Beirut: Dar Alam al-Kutub.

Ibn ʻAbd al-Barr, Abū ʻUmar Yūsuf ibn ʻAbdullh ibn Muhammad. 2000. *Al-Istizkār*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Abī Shaiba, Abū Bakr. 1409H. *Al-Musannaaf fī al-Hadīth wa al-Athār*. Riyadh: Maktaba al-Rashīd.

Ibn ʻAbidīn, Muḥammad Amin ibn ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-Hanafī. 1992. *Radd al-Muhtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. 2008. *Tafsir al-Tahrir wa'l-Tanwir*. Tunis: Al-Dār al-Tunisiyyah

Ibn ʻAtiyyah, ʻAbd al-Haq Ibn Muḥammad. 2007. Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz. Doha: Ministry of Awqaf.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʿAlī ibn Aḥmad. 2010. Lisān al-ʿArab. Bairut: Dār Sādir

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʻAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad. 1405H. *Al-Mughnī fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, Taqī ad-Dīn Aḥmad. ND. *Sharh al-'Umdah al Fiqh*, Jeddah: Majma al-Fiqh al-Islāmī.

—.1995. *Majmū'u Fatāwā Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Saudi Arabia: Majmaʻu al-Malik Fahd.

Ibrāhīm, Dr. Muḥammad Yusrā. 2013. *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyat al-Muslima*. Cairo: Dar al-Yasīr

Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī, v-3, p-195

Mālik Ibn Anas Ibn Al-Ḥārith Al-Aṣbaḥī. 1324H. Al-Mudawwanah. Saudi Arabia: Ministry of Awqaf

—ND. Muatta. Beirut: al-Maktabah al-ʻIlmiyyah.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ (In 1 Vol)*. Riyadh: Dār Ṭayyiba.

Ridā, Muḥammad Rashīd. 2005. *Fatāwā*. Bairut: Dār al-Kitāb al-Jadid

Zaidān, ʻAbd Al-Karīm. 1976. *Al-Wazīj fī Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Muassasah Qurtuba.

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

তুলনামূলক ফিকহ / -ড. আহমদ আলী		৭০০/-
বিদ'আত (১ম ও ২য় খণ্ড) / -ড. আহমদ আলী	৩০০+৬০০ =	৯০০/-
ইসলামের পারিবারিক আইন-(১ম ও ২য় খণ্ড)	৬০০+৬৫০ =	১২৫০/-
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্যি আইন-(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)	৬৫০+৬৫০+৬৫০+৬৫০ =	২৬০০/-
বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন-(১ম ও ২য় খণ্ড)	৫৫০+৫০০ =	১০৫০/-
মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ / -ড. মোঃ হাবীবুর রহমান		৩০০/-
ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ * ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন		৩৫০/-
আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান -ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী		২০০/-
ইসলামী আইনের উৎস/ – মুহাম্মদ রুহুল আমিন		৩০০/-
সমকালীন খুতবা / -ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম		৬০০/-
ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড)/ – ড. আবদুল আযীয আমের		৩০০/-
দি ইমারজেন্স অব ইসলাম(বাংলা অনুবাদ) / – ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ		৩৫০/-
ইলমুল ফিকহ : সূচনা বিকাশ মূলনীতি – মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী		৩৫০/-
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান/ – নোয়াহ ফেল্ডম্যান		৩০০/-
মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি/ – ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী		১২০/-
ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা/ – ড. আহমদ আলী		২০০/-
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন/ – সম্পাদনা: আবদুল মান্নান তালিব		১০০/-
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার/ –মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী		৮০/-
Crime Prevention In Islam (Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)		৪০০/-
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস/ – মোহাম্মদ আলী মনসূর		৩০০/-
ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য - ড. আলী আত তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া		৫০/-
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব –ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য		৬০/-

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট-১৩/বি, লিফট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল-০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org
ILRCBD Law-Research-Publication

ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। ডাক/কুরিয়ার যোগেও সংগ্রহ করা যায়।